World Map Studies

Americas

উত্তর আমেরিকা

পৃথিবীর উত্তর ও পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত একটি মহাদেশ হল উত্তর আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহঃ

আয়তনে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ- উত্তর আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকা আবিস্কার করেন- ইতালির নাবিক **ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ১৪৯২ সালে**।

উত্তর আমেরিকার নামকরণ করা হয়- **আমেরিগো ভেসপুচির** নামানুসারে।

উত্তর আমেরিকায় **মোট স্বাধীন দেশ**- ২৩টি।

আয়তনে উত্তর আমেরিকার **বৃহত্তম দেশ**- কানাডা।

জনসংখ্যায় উত্তর আমেরিকার **বৃহত্তম দেশ**- যুক্তরাষ্ট্র।

ত্রিভুজাকৃতি মহাদেশ- উত্তর আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে— বেরিং প্রণালী।

উত্তর আমেরিকাকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পৃথক করেছে- পানামা খাল।

আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে- পানামা খাল।

প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার-পানামা খাল।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের **দীর্ঘতম নদীর** নাম– মিসিসিপি।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের **বৃহত্তম হ্রদ**- সুপিরিয়র।

উত্তর আমেরিকা তথা পৃথিবীর **বৃহত্তম জলপ্রপাত**- নায়াগ্রা।

উত্তর আমেরিকার **আদিম আধিবাসী**- রেড ইন্ডিয়ান।

উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে **জনবহুল নগরী**- মেক্সিকো সিটি।

উত্তর আমেরিকার **সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ**-মাউন্ট ডেনালি।

যুক্তরাষ্ট্রঃ

জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘাোষণা করেন ৪ জুলাই, ১৭৭৬।

যুক্তরাষ্ট্রের **জাতীয় দিবস** ৪ জুলাই।

বিশ্বের **ক্ষুদ্রতম সংবিধান** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে **স্ট্যাচু অব লিবার্টি** উপহার দেয়—ফ্রান্স।
ওয়াশিংটন ডি.সি নামের D.C এর পূর্ণ রূপ -ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অফিসের নাম- ওভাল অফিস।

ডেথ ভ্যালি' অবস্থিত- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
সিলিকন ভ্যালি অবস্থিত- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোতে।

'বিগ আপেল' বলা হয়— নিউইয়র্ক শহরকে।

'ওয়াল স্ট্রিট' অবস্থিত- নিউইয়র্কে।

বাতাসের শহর –শিকাগো ।

পৃথিবীর কসাইখানা-শিকাগো।

ওয়াটার গেট নামের বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত- ওয়াশিংটনে।

যুক্তরাষ্ট্রের **প্রতিরক্ষা কার্যালয়**- পেন্টাগন।

ফ্রান্সের নিকট থেকে **ক্রয়কৃত রাজ্যটি** হলো- লুইসিয়ানা (১৮০৩)।

রাশিয়ার নিকট থেকে **ক্রয়কৃত অঙ্গরাজ্য** হলো— আলাস্কা (১৮৬৭)।

যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নে **সর্বশেষ** যোগ দেয়— হাওয়াই স্টেট (১৯৫৯)

আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের **বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য**—আলাস্কা। এটি রাশিয়ার কাছ থেকে ক্রয় করে ১৮৬৭ সালে।

হোয়াইট হাউজের স্থপতি- জেমস হোবান।

কানাডাঃ

আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর **দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ** -কানাডা
কানাডার ভাষা-ইংরেজি, কিন্তু কানাডার **কুইবেক অঞ্চলের** জনগোষ্ঠী কথা বলে— ফরাসি ভাষায়।

৪৯° উত্তর অক্ষারেখা - যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে চিহ্নিত সামান্ত রেখা।

ম্যাপল পাতার দেশ-কানাডা ।

কানাডার অঙ্গরাজ্য -১০টি (এর ৩টি অঞ্চল রয়েছে)

কাগজ শিল্পের জন্য বিখ্যাত-কানাডা।

বিবিধঃ

চকোলেট আবিষ্কৃত হয়- মেক্সিকোতে।

পপুলার লিবারেশন আর্মি সংগঠন অবস্থিত- মেক্সিকোতে।

পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি- মেক্সিকো।

গুয়ানতানামো বন্দীশালা অবস্থিত- কিউবায়।

কিউবা যেই কারণে বিখ্যাত- চিনি।

মুক্তার দেশ বলা হয়-কিউবাকে।
মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে **সেনাবাহিনী নেই**- কোস্টারিকার।

দক্ষিণ আমেরিকা

আয়তনের দিকে থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার পরেই এর স্থান। দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ।

দক্ষিণ আমেরিকায় **স্বাধীন দেশের সংখ্যা**- ১২টি।

দক্ষিণ আমেরিকার তথা **বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত**— অ্যাঞ্জেলস (ভেনিজুয়েলা)।

দক্ষিণ আমেরিকা তথা **পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা হলো**— আন্দিজ পবর্তমালা।

দক্ষিণ আমেরিকা তথা পৃ**থিবীর প্রশস্ততম নদী**— আমাজন।

আয়তনে ও জনসংখ্যায় **দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ**-ব্রাজিল।

দক্ষিণ আমেরিকা তথা **পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানীর নাম**- লাপাজ (বলিভিয়া)।

বিশ্বের উচ্চতম হ্রদ টিটিকাকা অবস্থিত- বলিভিয়ায়।

পৃথিবীর **সর্ব দক্ষিণের নগরী**- পুয়াটো উইলিয়াম (চিলি)।

দক্ষিণ আমেরিকার **বৃহত্তম দ্বীপ** - টিয়েরা ডেল ফুয়েগো

বিশ্বের **বৃহত্তম কোকেন উৎপন্নকারী দেশ**- কলম্বিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র দেশ যেটি **পর্তুগালের উপনিবেশ** ছিল- ব্রাজিল।

দক্ষিণ আমেরিকার **দুটি স্থলবেষ্টিত দেশ**- বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ে।

পৃথিবীর **সরু রাষ্ট্র**- চিলি।

ইনকা জাতির বসবাস ছিল- চিলিতে।

ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ source:Britannica

ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় -পেরুর মাচুপিচুতে, দক্ষিণ আমেরিকা।

দক্ষিণ আমেরিকার **চির বসন্তের দেশ**-ইকুয়েডর ।

দক্ষিণ আমেরিকার **গেরিলা নেতা ও বিপ্লবী চে গুয়েভারা** জন্মগ্রহণ করেন আর্জেন্টিনায়।

ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ হয় -১৯৮২ খ্রিস্ট্রাব্দে।